নিলা শুধু আমাদের কুষ্টিয়ার নয়, দেশের গর্ব ———- ডিসি সাইদুল ইসলাম

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেছেন, নিলা শুধু আমাদের কুষ্টিয়ার নয়, দেশের গর্ব। আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্যমনি নিলা আমাদের নারী সমাজের পথ প্রদর্শক। অবহেলিত নারী সমাজের আলোকবার্তা। নিলাকে অনুপ্রেরণা মনে করে কুষ্টিয়ার নারী ফুটবল এগিয়ে যাবে।

শনিবার কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার যৌথ আয়োজনে
সাফজয়ী বাংলাদেশি নারী ফুটবলার নিলুফা ইয়াসমীন নীলাকে নিজ জেলা কুষ্টিয়ায় সংবর্ধনা প্রদানকালে সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

জেলা প্রশাসক আরও বলেন,আমার বিশ্বাস নারী ফুটবলে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ। ‘আজ আমরা অনেক আনন্দিত এই কারণে যে যারা সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের সুনাম তুলে ধরেছেন তাঁদের দলের অন্যতম একজন কুষ্টিয়ার মেয়ে নিলুফা ইয়াসমিন নীলা। তাঁকে সম্মানিত এবং বরণ করতে পেরে আমরাও সম্মানিত বোধ করছি।’

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, জেলা পুলিশ সুপার খাইরুল আলম, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী এবং খুলনা বিভাগীয় ডিএফএ সভাপতি মকবুল হোসেন লাবলু, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক তৌহিদী হাসান প্রমুখ। মঞ্চে নিলার মা বাছিরণ খাতুনও উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ সুপার খাইরুল আলম বলেন, বাংলাদেশে ফুটবলে আবারও নবজাগরণ সৃষ্টি হবে এই নারী ফুটবলারদের মাধ্যমে। আমাদের মেয়েরা খেলা করুক এটা খুব কম পরিবার চাই। মনে করে যেসব মেয়েরা ফুটবল খেলে থাকে তাদের বিয়ে হবে না। এই ভেবে খেলাধুলা করতে দেয় না। তবে নীলার মা যে তাকে ফুটবল খেলার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, একটা সময় খেলাধুলা হতো, এখন অনেকেই খেলাধুলা করে না। তাদের মাঠে এনে খেলাধুলার প্রতি বেশি বেশি মনোনিবেশ করতে হবে বলেও জানান তিনি।

খুলনা বিভাগীয় ডিএফএ সভাপতি মকবুল হোসেন লাবলু তার বক্তব্যে বলেন, আমরা নীলার মতো আরও নীলাকে গড়ে তুলতে চাই। আমরা চাই তার মেধা ও ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখিয়ে দলের সাথে থেকে ভালো খেলায় অংশ নেবে।

সংবর্ধিত হয়ে নিলা বলেন, কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা সংবর্ধনা দিয়ে আমাকে যেভাবে সম্মানিত করেছে তাতে আমি অভিভূত, পুলকিত। এই কুষ্টিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আমি উঠে এসেছি। আমার ফুটবলার হয়ে ওঠার পেছনে কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা ছাড়াও স্মরণ করতে চাই প্রয়াত ফাত্তাহ ভাইকে। তার সার্বিক সহযোগিতায় আমি আজ বাংলাদেশ জাতীয় দলের খেলোয়াড় হতে পেরেছি। এছাড়াও কুষ্টিয়াবাসী ‘আমাকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছে তা থেকে আমি অনুপ্রাণিত। এই অনুপ্রেরণা নিয়ে দেশের মানুষকে আরও ভালো ফুটবল খেলা উপহার দিতে পারব।’

অনুষ্ঠান শেষে নিলার হাতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নগদ এক লাখ টাকা এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে ৫০ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।

এরআগে দুপুরে কুমারখালী উপজেলার মীর মোশাররফ সেতু থেকে জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে বরণ করে নেওয়া হয় তাঁকে। পরে কুষ্টিয়া শহর প্রদক্ষিণ শেষে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানস্থলে আসা হয় তাকে। এরপর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থাসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা সম্মাননা স্মারক ক্রেষ্ট তুৃলে দেওয়া হয়।

সংবর্ধনা শেষে জেলা প্রশাসনের গাড়িতে কুষ্টিয়া পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয় সাফ শিরোপা জয়ী নারী ফুটবলার নিলুফা ইয়াসমিন নীলাকে।

প্রসঙ্গত, রিকশাচালক বাবা তার মাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় নিলুফার বয়স ছিল মাত্র আড়াই বছর ও তার ছোট বোন সুরভী আক্তারের বয়স তখন ছিল মাত্র দেড়মাস। সে সময় মা বাছিরন আক্তার দুই মেয়ে নিয়ে চোখে-মুখে অন্ধকার দেখেন। সাহস বুকে নিয়ে মা বাছিরন নিলুফারের নানা বাড়ি কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়া এলাকায় কুঠিপাড়া চরে আশ্রয় নেন। তিনি শহরের একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সামান্য বেতনে চাকরিও শুরু করেন।

মায়ের ইচ্ছে ছিলো মেয়ে দুটোকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ

হিসেবে গড়ে তুলবেন। নিলুফা ছোট বেলা থেকেই খেলাধুলায় পারদর্শী ছিলেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই সে নানা খেলায় সাফল্য দেখিয়েছেন। উচ্চ লাফ, দৌড়সহ প্রায় সব ধরনের খেলায় পারদর্শিতায় নিলুফার মা বাছিরন মেয়েকে ক্রীড়াবিদ হিসেবে তৈরির ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি মেয়েকে উৎসাহ ও সাহস দিতে থাকেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে নিলুফাকে খেলোয়াড় বানাতে তার পরিবারকে নানা নেতিবাচক কথাও শুনতে হয়েছে।

কুষ্টিয়া শহরের চাঁদ সুলতানা স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করার পর মিরপুর উপজেলার আমলা সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন নিলুফা। পরে খেলোয়াড় কোটায় ভর্তি হন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কুষ্টিয়ায় আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে ডিপিএফ’র আলোচনা

‘তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগনের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক’ প্রতিপাদ্যে কুষ্টিয়ায় আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

ডিস্ট্রিক্ট পলিসি ফোরাম (ডিপিএফ) কুষ্টিয়া এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ডিপিএফ কুষ্টিয়ার সভাপতি মাহবুবা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার শাখার উপ-পরিচালক মো: আরিফ-উজ-জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) শারমিন আখতার, জেলা তথ্য অফিসের সিনিয়র তথ্য অফিসার শিল্পী মন্ডল।

ডিস্ট্রিক্ট পলিসি ফোরাম কুষ্টিয়ার সম্পাদক আসাদুজ্জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংলাপে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডিপিএফ কুষ্টিয়ার সভাপতি মাহবুবা বেগম।

ধারনাপত্র উপস্থাপন করেন ডিস্ট্রিক্ট পলিসি ফোরাম (ডিপিএফ) কুষ্টিয়ার সহ-সভাপতি ও বাংলাভিশন টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধি হাসান আলী।

বক্তারা বলেন, তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ নিঃসন্দেহে একটি উত্তম আইন। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি যুগান্তকারী ঘটনা এবং জনগণের ক্ষমতায়নে মাইলফলক। এই আইনের মাধ্যমে জনগণের তথ্য পাবার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

এসময় বক্তারা বলেন, তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মানসিকতা পরিবর্তনের পাশাপাশি জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে। আর জবাবদিহিতা বাড়লে অপরাধ প্রবনতা বা দূর্নীতি কমতে শুরু করবে। কেননা, ব্রিটিশ আমল থেকে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে তথ্য গোপন রাখার প্রবণতা রয়েছে। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে মানুষকে চিন্তা-চেতনা ও কথা বলার অধিকার দিতে হবে। তাই বাংলাদেশের সংবিধানের তথ্য অধিকার আইনের তথা বলা হয়েছে।

বক্তারা আরও বলেন, ক্ষমতায়নের জন্য জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা একান্ত আবশ্যক। এতে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। যা বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হবে।

এছাড়াও মুক্ত আলোচনায় জেলার সার্বিক বাল্যবিয়ে পরিস্থিতি এবং করণীয় বিষয় তুলে ধরে কথা বলেন সেমিনারে অংশগ্রহনকারীগণ।

মিরপুরে উপজেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা

প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ৭৬ তম জন্মদিন উপলক্ষে কুষ্টিয়ার মিরপুরে আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভা।

আগামীকাল ২৮ সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ৭৬ তম জন্মদিন উপলক্ষে কুষ্টিয়ার মিরপুরে বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মিরপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী অঙ্গ সংগঠন এ সভার আয়োজন করে।

সভায় বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও আসন্ন জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ মনোনীত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান।

জেলা আওয়ামীলীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও জেলা পরিষদ প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী রবিউল ইসলাম, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলী, মিরপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি এ্যাড. আব্দুল হালিম, সাধারন সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ কামারুল আরেফীন, জেলা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মমিনুর রহমান মোমিজ, কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি তাইজাল আলী খান, মিরপুর পৌরসভার মেয়র হাজী এনামুল হক, মিরপুর উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক ও উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দার,

সহ মিরপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের অঙ্গসহযোগী নেতৃবৃন্দ ও উপজেলার ১৩টি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড কাউন্সিলর সহ পৌর কাউন্সিলরবৃন্দ।

সভায় বক্তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখে অত্যন্ত সফলতার সাথে দেশ পরিচালনা করে যাচ্ছে। বক্তারা আরও বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী চক্র খালেদা জিয়ার চিকিৎসার অজুহাত তুলে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়। তাদের ষড়যন্ত্র রুখে দিতে সকল নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানানো হয়। একই সাথে বক্তারা “স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

বাঙালি জাতির জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক” বলেও উল্লেখ করেন। আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে জেলা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কর্মসুচী সফল করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানানো হয়।

একইসাথে আগামী ১৭ অক্টোবর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচনে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থীকে বিজয়ী করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার আহব্বান জানান মিরপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক। কুষ্টিয়া জেলায় উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান মহোদয়কে আনারস মার্কা প্রতীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহব্বান করেন উপস্থিত জেলা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ।

নীলা এখন বৃহত্তর কুষ্টিয়ার অহংকার

ক্রীড়াঙ্গনে সাফল্য দেখানো সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা বিজয়ী দলের খেলোয়াড় নিলুফার ইয়াসমিন নীলা এখন কুষ্টিয়াবাসীর গর্ব ও অহংকার। ক্রীড়াঙ্গনে সাফল্য দেখানো কুষ্টিয়ার অন্যান্যদের তালিকায় নারী খেলোয়াড় নিলা সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি মুখ উজ্জল করেছেন কুষ্টিয়াবাসীর।

কুষ্টিয়ার মাটিতে দরিদ্র পরিবারে বেড়ে ওঠা ও সামাজিক কুসংস্কার-প্রতিবন্ধকতা ডিঙ্গিয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্যান্য খেলাধুলাসহ ফুটবল খেলায় তিনি এখন সফল নারী খেলোয়াড় হিসাবে দেশব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে। উদ্যমী ও সাহসী এই নারী ফুটবলারের সাফল্যে আনন্দে ভাসছে তার পরিবার ও এলাকাবাসী।

রিক্সাচালক বাবা তার মাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় নিলুফার বয়স ছিল মাত্র আড়াই বছর ও তার ছোট বোন সুরভী আক্তারের বয়স তখন ছিল মাত্র দেড়মাস। সে সময় মা বাছিরন আক্তার দুই মেয়ে নিয়ে চোখে-মুখে অন্ধকার দেখেন। সাহস বুকে নিয়ে মা বাছিরন নিলুফারের নানী বাড়ি কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়া এলাকায় কুঠিপাড়া চরে আশ্রয় নেন। তিনি

শহরের একটি ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে সামান্য বেতনে একটি চাকরিও শুরু করেন।

মায়ের ইচ্ছে ছিলো মেয়ে দুটোকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন। নিলুফা ছোট বেলা থেকেই খেলাধুলায় পারদর্শি ছিলেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই সে নানা খেলায় সাফল্য দেখিয়েছেন। উচ্চ লাফ,দৌড়সহ প্রায় সব ধরণের খেলায় পারদর্শিতায় নিলুফার মা বাছিরন মেয়েকে ক্রীড়াবীদ হিসেবে তৈরির ইচ্ছা পোষন করেন।

তিনি মেয়েকে উৎসাহ ও সাহস দিতে থাকেন। কুসংস্কারছন্ন সমাজে নিলুফাকে খেলোয়াড় বানাতে তার পরিবারকে নানা নেতিবাচক কথাও শুনতে হয়েছে।

কুষ্টিয়া শহরের চাঁদ সুলতানা স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করার পর মিরপুর উপজেলার আমলা সরকারী কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন নিলুফা। পরে খেলোয়াড় কোটায় ভর্তি হন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কুষ্টিয়ার আরেক কৃতি সন্তান আবু ফাত্তাহ ছিলেন ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তা। তিনি শহরের কুঠিপাড়া এলাকায় নিলুফারের ফুটবল খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে উৎসাহ দেন। ঢাকায় প্রশিক্ষন ও ভর্তিবাবদ যাবতীয় সহযোগিতা করেন তিনি ।

ফুটবলে সাফল্য দেখানো নিলুফা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে অর্থ পুরস্কারও পেয়েছেন। সেই অর্থ দিয়ে জমি কিনে জুগিয়া ফার্মপাড়ায় বাড়ি তৈরী শুরু করেছেন।

বর্তমানে কুষ্টিয়া পৌরসভার জুগিয়া এলাকায় বসবাসরত নিলুফারের মা বাছিরন জানান, ‘আমার মেয়ে জাতীয় দলে ফুটবলার একথা এলাকার অনেকেই জানতেন না। এমনকি শহরেরও অনেকে জানতো না। কিন্তু সাফ নারী ফুটবলে শিরোপা লাভের পর থেকে আমার বাড়িতে অনেক সাংবাদিক, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, পৌর কাউন্সিলরসহ অনেকেই আসছেন। আগেই যারা নিলুফাকে নিয়ে নেতিবাচক কথা বলেতেন, তাদের অনেকে ক্ষমাও চেয়েছেন।’

কুষ্টিয়া পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র শাহিন উদ্দিন নিলুফার বাড়ি যাওয়ার পথটি নিজ খরচে আছাগামুক্ত ও চলাচল উপযোগী করেছেন। এছাড়া তার বাড়ির উঠানের পানি নিষ্কাশন ও জলবদ্ধতা নিরসনে বালু ফেলে উঁচু করে দিয়েছেন। এতে নিলূফার মা

বাছিরন আক্তার বেশ খুশি।

নিলুফা ইয়াসমিন নীলা বলেন, খেলাধুলা দেখতে ভালো লাগে। ছোটবেলায় টিভিতে ফুটবল খেলা উপভোগ করতাম। পরবর্তীতে নারীদের ফুটবল খেলা দেখে কেমন যেন মনে হতো এটাও কি সম্ভব। এক সময় দেখি নারীরাও ক্রিকেট খেলার পাশাপাশি ফুটবল খেলায়ও এগিয়ে যাচ্ছে। তাই ষষ্ঠ শ্রেণিতে থাকাকালীন সময় ফুটবল খেলায় নাম লেখায়। এরপর অনূর্ধ্ব-১৪ তে কুষ্টিয়া জেলার হয়ে চুয়াডাঙ্গায় ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করি। এরপর রাজশাহীতেও ফুটবল খেলেছি। প্লানের ক্যাম্পেও অংশগ্রহণের পর জাতীয় দলে অংশগ্রহণ করি। গেলোবারে সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে শক্তিশালী ভারতকে হারিয়ে বাংলাদেশি কিশোরীরা চ্যাম্পিয়ন অর্জন করতে পেরে আমরা পুরো জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা আনন্দিত। সম্প্রতি সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপাজয়ী দলের সদস্য হিসেবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। নীলার আক্ষেপ আমাকে কুষ্টিয়ার প্রশাসন কিংবা জনপ্রতিনিধি তেমন কেউ চেনে না বা জানেনা বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী জানান, ‘নিলার সাফল্যে আমরা কুষ্টিয়াবাসী গর্বিত।’ সাফজয়ী এই ফুটবলারের পাশে জেলা ক্রীড়া সংস্থা সব সময় থাকবে বলেও তিনি জানান।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম জানান, ‘কুষ্টিয়ার নারী ফুটবলার নিলুফার সাফল্যে আমরা গর্বিত।’ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মামনা দেয়ার পরিকল্পনা করা রয়েছে বলেও তিনি জানান।

জাতীয় ও বয়সভিত্তিক দলের নিয়মিত মুখ নিলুফা ইয়াসমিন নীলা খাতুন কুষ্টিয়ার সন্তান। তাই তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে এবং তাদের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ প্রদান করতে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্টদেরতদের পাশে দাঁড়ানো উচিৎ বলেও মনে করেন সচেতনমহল।

কুষ্টিয়ায় ভেজাল গুড়ের কারখানায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান ও জরিমানা

আখের গুড়ের সাথে চিনি, আটা, হাইড্রোজ, ফিটকারি, সোডা, চুন, ডালডাসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে রাতের আঁধারে তৈরি হচ্ছে নকল আখের গুড়।

গুড়ের জন্য প্রসিদ্ধ কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় এমনিই দুইটি কারখানায় অভিযান চালিয়েছে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বুধবার দুপুরে (২১ সেপ্টেম্বর) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়ার খোকসায় এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া কার্যালয় সুত্রে জানা যায়, খোকসা উপজেলা সদরের ডাকবাংলো মোড়ে দিলীপ ট্রেডার্স ও কালিবাড়ি রোডস্থ মাতৃ ভান্ডার নামের ভেজাল আখের গুড় তৈরির কারখানায় অভিযান চালানো হয়। নিয়মিত বাজার মনিটরিং এর অংশ হিসাবে ভোক্তাদের প্রতারক,খাদ্যের ভেজাল মিশ্রিত ও জেনে-বুঝে মানুষের জীবননাশে ভেজাল খাদ্যপণ্য বাজারজাতকরণের অপরাধে নিত্যগোপাল এর দোজালিতে অভিযানে দেড় লাখ টাকা ও দীলিপ ট্রেডাস কে ১ লাখ টাকা মোট আড়াই লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি বেশকিছু মালামাল ধংস করা হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল জানান, কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলায় খেজুর গুড় তৈরিতে সুনাম রয়েছে। এই গুড় স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়। আর এই সুনামকে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী ভেজাল গুড় তৈরি করে বাজারে সরবরাহ করছে।

তিনি আরও জানান, এই নকল গুড়ে এমন সব রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে তা মানবদেহের জন্য মারাত্মাক ক্ষতিকর। এই গুড় খেলে দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন শারীরিক সমস্যাসহ তৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায়

মৃত্যুও হতে পারে। আর এই নকল গুড় তৈরিতে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। কারখানা গুলো একেবারে বন্ধ করতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করা হবে বলেও জানান তিনি।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা সেনেটারী ইন্সপেক্টর সুলতানা রেবেকা ইসলাম, নিরাপদ খাদ্য কতৃপক্ষ’র নমুনা সংগ্রহকারী শান্তনা পারভীনসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ইবিতে আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) “টেগর এন্ড হিস লিগ্যাসি ইন দ্যা আরব ওয়াল্ড” শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯ ঘটিকা থেকে রবীন্দ্র-নজরুল কলা ভবনের গগন হরকরা মিলনায়তনে আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের আয়োজনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল মোত্তালিব এর সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. শেখ আবদুস সালাম। সেমিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজক কমিটির আহবায়ক প্রফেসর ড. মোহাঃ তোজাম্মেল হোসন। সেমিনারে কি-নোট উপস্থাপক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী এন্ড পারসিয়ান বিভাগের সাবেক সভাপতি প্রফেসর ড. এম ইসরাত আলী মোল্লা।

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. মোঃ মিজানুর রহমান, প্রফেসর ড. হাবিবুর রহমান (রহমান হাবিব), প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রফেসর ড. মোস্তাক আলী, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ অলী উল্যাহ, ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, প্রফেসর ড. মোঃ কামরুল হাসান, প্রফেসর ড. মোঃ রফিকুল

ইসলাম প্রমুখ।সেমিনারে বক্তারা বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের কর্ম ও দর্শনের উপর আলোকপাত করেন।

সেমিনারটি উপস্থাপনা করেন আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. এ.কে.এম শামসুল হক ছিদ্দিকী।

ইবিতে সিরিজ ককটেল বিস্ফোরণে প্রতিবাদ বিক্ষোভ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) আবাসিক হল এলাকায় মধ্যরাতে সিরিজ ‘ককটেল’ বিস্ফোরণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। বিক্ষোভে আবাসিক হলের পাশে অনন্ত ছয়টি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ বলে দাবি করেছেন নেতা-কর্মীরা।

বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ভবন এলাকা থেকে এ বিক্ষোভ শুরু হয়ে প্রশাসন ভবনে ও মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব প্রদক্ষিণ করে ছাত্রলীগ টেণ্ডে শেষ হয়েছে। বিক্ষোভের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ আব্দুস সালাম সিরিজ ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো পরিদর্শন করেন।

জানা যায়, হঠাৎ বৃহস্পতিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) মধ্যরাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও লালন শাহ হলের দক্ষিণ ব্লকের পাশে থেমে থেমে ৬টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটার অভিযোগ করেছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা৷ এ ঘটনার পর থেকেই আবাসিক হলের শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে যায়। আবাসিক শিক্ষার্থীরা বহিরাগত কেউ হল এলাকায় এমন ককটেল বিস্ফোরণ করলো ভেবে অভ্যন্তরে ও বাহিরে লাঠি, রড, স্ট্যাম্প ও হকস্টিক টহল দিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতারা শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ কক্ষে পাঠিয়ে দেন। এ ঘটনার সাথে সাথে মোবাইল ফোনের কল দিয়েও প্রক্টরিয়াল বডির সদস্য ও প্রশাসন বডির ডাকলেও না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশে এ বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রলীগ।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয় বলেন, ‘ গতকাল আমাদের রুমের পাশে পর পর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ করা হয়েছে। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পরিকল্পিত ঘটনা। অন্যদিকে আবার আমাদের সভাপতির ব্লকের পাশেও একই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ।আমরা রাতে প্রক্টোরিয়াল বডিকে ডেকেছি কিন্তু তাদের কোন উপস্থিতি পাইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা বিক্ষোভ করেছি।”

তিনি আরো বলেন, সামনে জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পরিকল্পিত এ ঘটনা ঘটাচ্ছে। এতে কারা জড়িত সেটা তদন্ত করা ছাত্রলীগের কাজ নয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাজ। উপাচার্য স্যার একটি তদন্ত কমিটি ঘটন করবেন বলে আশা দিয়েছেন ছাত্রলীগ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের।

কুষ্টিয়ায় অস্ত্র মামলায় যুবকের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ায় অস্ত্র মামলায় জুয়েল হোসেন (৩১) নামের এক যুবকের দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে।

সোমবার দুপুরের দিকে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম আসামির উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।

দন্ডপ্রাপ্ত আসামি জুয়েল হোসেন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার চরপাড়া গ্রামের মৃত আলাউদ্দিন কসায়ের ছেলে।

কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সরকার পক্ষের কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী রায় বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ২০২১ সালের ২৭ জানুয়ারি রাত ১১টার দিকে দৌলতপুর উপজেলার চল্লিশপাড়া গ্রামের মাঠের মধ্যে বিজিবি সদস্যরা অভিযান চালিয়ে জুয়েল হোসেনকে একটি বিদেশি পিস্তল, চার রাউন্ড গুলি, দুটি ম্যাগজিনসহ আটক করে।

এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে দৌলতপুর থানায় মামলা হয়। মামলার তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। এরপর আদালত এ মামলায় সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে ৫ সেপ্টেম্বর রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেন। নির্ধারিত ধার্য তারিখে আদালতের বিচারক মামলার আসামিকে এ দন্ডাদেশ প্রদান করেন

কুষ্টিয়ায় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভায়

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেছেন, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে ক্রেতা, বিক্রেতা ও উৎপাদনকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

সোমবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ক্রেতা, বিক্রেতা ও উৎপাদনকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

তিনি জেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরের সমন্বয়ের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। এছাড়া নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা করেন জেলা প্রশাসক।

উক্ত সভায় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল, জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার সজিব পাল, স্যানেটারী ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীন, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সিনিয়র সহসভাপতি মোকাররম হোসেন মোয়াজ্জেম, খেয়া রেস্তোরাঁর জেনারেল ম্যানেজার সাইদুল

বারী টুটুলসহ জেলা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধান উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সভা সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন কুষ্টিয়া জেলার নিরাপদ খাদ্য অফিসার ও জেলা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব।

মিরপুরে ওমর ফারুক স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরষ্কার বিতরণ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফারুক স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরষ্কার বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার বিকেলে উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের হাজরাহাটি হাইস্কুল মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

খেলা শেষে পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের মাঝে পুরষ্কার, ট্রফি ও মেডেল তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

সাংবাদিক সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও কুষ্টিয়া জেলা তাঁতীলীগের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিপুল হোসেনের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পোড়াদহ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য দেলোয়ার হোসেন দুলাল, বারুইপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মাসুম বিশ্বাস, বীর মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফারুকের সন্তান হাজ্জাত হোসেন, ইয়াছিন মাহমুদা স্মৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মওদুদ আহমেদ রাজিব, পুলিশ সদস্য আহসান কবির, রোনিতা ট্রেডার্সের চেয়ারম্যান আক্তার হোসেন, ডিপো ইনচার্জ আরিফ হোসেন, জেলা প্রতিবন্ধী ফেডারেশন’র (কম্পন) সভাপতি সোহেল রানা (মন্ত্রী), উশু ফেডারেশন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি এসএম জামাল, দফতর সম্পাদক আবদুল মজিদ জিয়া, বারুইপাড়া ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক জুয়েল আহমেদ,

পপুলার ফার্মসীর স্বত্বাধিকারী রাকীব রায়হান, পান ব্যাবসায়ী মহিবুল, বাবু, আকরাম হোসেন, রাশেদসহ স্থানীয়রা।

খেলায় হাজরাহাটি স্পোর্টিং ক্লাব ও চৌড়হাস পিকুল স্মৃতি স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যকার খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে হাজরাহাটি স্পোর্টিং ক্লাব-৩ ও চৌড়হাস পিকুল স্মৃতি স্পোর্টিং ক্লাব-১ গোল দিয়ে হাজরাহাটি স্পোর্টিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

চ্যাম্পিয়ন দলের খাশি ছাগল, চ্যাম্পিয়ম ট্রফি, মেডেল এবং রানারআপ দলের মাঝে দুইটি রাজহাঁস, ট্রফি ও মেডেল তুলপ দেন অতিথিরা। খেলা পরিচালনা করেন বদরুল হোসেন।